BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040022

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

বৈষ্ণব পদাবলির গৌরচন্দ্রিকা : একটি অধ্যয়ন

ড. জয়ন্তী সাহা

সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, নগাঁও গার্লস কলেজ, নগাঁও, অসম

সারসংক্ষেপ:

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের স্বাদ এবং রাধারূপে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করার জন্যেই গৌরসুন্দরের রূপ ধারণ করে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হন। গৌরাঙ্গদেব একদেহে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল অবতার— অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। অতএব গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব যে বৈষ্ণব পদাবলি সমৃদ্ধি লাভ করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। গৌরাঙ্গদেবকে লইয়া যে সকল পদাবলি রচিত হয়েছে, তাকে বলা হয় গৌর পদাবলি। যে সকল গৌরপদাবলির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যের ভাবসাদৃশ্য আছে সেগুলিই মাত্র গৌরচন্দ্রিকা।

মূল শব্দ: *গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ, গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্যদেব, কৃষ্ণভাব, রাধাভাব, বৈষ্ণব পদাবলি।*

অবতরণিকা :

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের স্বাদ এবং রাধারূপে কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ গ্রহণ করার জন্যেই গৌরসুন্দরের রূপ ধারণ করে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হন। গৌরাঙ্গদেব একদেহে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল অবতার— অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। অতএব গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব যে বৈষ্ণব পদাবলি সমৃদ্ধি লাভ করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনেই 'মহাজন পদাবলী' রচিত হয়ে থাকে, কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তার মধ্যে আরও বৈচিত্র্য এলো। চৈতন্য-সমকালীন কবিগণ গৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলার পদ রচনা করলেন, পরবর্তীকালে তার অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলারও অনেক পদ রচিত হল। কিন্তু তার চেয়েও বড় বৈচিত্র্য— চৈতন্যদেব তথা গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করেও রচিত হল অসংখ্য পদ— এক কথায় বলা যেতে পারে 'গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ'।

বৈষ্ণব পদাবলির গৌরচন্দ্রিকা:

গৌরপদাবলি ও গৌরচন্দ্রিকা এক নয়। গৌরাঙ্গদেবকে লইয়া যে সকল পদাবলি রচিত হয়েছে, তাকে বলা হয় গৌর পদাবলি। গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে রচিত পদমাত্রই গৌরপদাবলি। কিন্তু সকল গৌরপদাবলি গৌরচন্দ্রিকা নয়। যে সকল গৌরপদাবলির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যের ভাবসাদৃশ্য আছে সেগুলিই মাত্র গৌরচন্দ্রিকা।

চৈতন্যদেবের দিব্য জীবন ও প্রেমসাধনা সমগ্র মধ্যযুগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। একটি চৈতন্য-পূর্বযুগ ও অন্যটি উত্তর-চৈতন্য যুগ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাদেশে রাধা-কৃষ্ণ পদ রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের প্রবাহ সে সময়ে ক্ষীণ হলেও বিদ্যমান ছিল। চৈতন্যদেবের দিব্যভাব এই ভক্তিধর্মকে নতুন প্রাণরস দান করে এবং রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু পদ রচিত হয়। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের দ্বিব্যলীলাকে অবলম্বন করে এবং তাঁর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত দেহের বর্ণনা করে নানাপদ রচিত হতে থাকে। চৈতন্যদেবের জীবনীকারগণ, সহচরগণ ও অন্যান্য পদকর্তাগণ বহু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেন। কারণ চৈতন্যদেবের মত এক মহান ব্যক্তিত্ব সেদিনের সমাজ-জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। প্রধানত এই পদগুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

১। চৈতন্যের রূপ ও মহিমা বর্ণনা।

২। শ্রীচৈতন্যের গৃহজীবন, সন্ন্যাস ও গান কীর্তনের বর্ণনা।

৩। নদীয়া নাগরীভাবের আশ্রয়ে রচিত পদ।

৪। ব্রজলীলার ভাব অবলম্বনে রচিত পদ।

৫। শচীমাতার বিরহ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ অবলম্বনে রচিত পদ।

৬। চৈতন্য সহচর বিষয়ক পদ।

উল্লিখিত ছয় শ্রেণির পদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। বাকী পদগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়ক হলেও গৌরচন্দ্রিকার মর্যাদা পায়নি। কারণ পূর্বরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর ও ভাবোল্লাস প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণবীয় ভাবের পদ আছে সেই সকল ভাবগুলি ব্যঞ্জিত করে যে অনুরূপ গৌরবিষয়ক পদ সেইগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। পালাকীর্তন শুরু করার সময় মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে অনুরূপ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকীর্তন করা হয়। ফলে শ্রোতা বুঝতে পারেন কোন পর্যায়ের কীর্তন গাওয়া হবে। চৈতন্যদেব নিজে রাধার ভাবটিকে আত্মস্থ করে কৃষ্ণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে তাঁর ভাব-গুলি শ্রীরাধিকার ভাবের অনুরূপ। সেইজন্য চৈতন্যদেবের ভাবরাশি প্রকাশক পদের সঙ্গে বৃন্দাবন লীলার ভাবরাশির মিল পরিলক্ষিত হয়। কারণ—

“যদি গৌর না হত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেম-রসসীমা
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার?”[১]

— বাসুদেব ঘোষ

গৌরচন্দ্র ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তাঁর সুকুমার স্বর্ণকান্তি তনু রাধার কল্পিত তনুর অনুরূপ ছিল বলে বহিরঙ্গে তাঁকে রাধা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁকে রাধিকার 'ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার' নিজরস আস্বাদিতে অবতীর্ণ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বলা হলেও এর তাৎপর্য বোধ হয় তাঁর রাধাভাবে ভাবিত প্রেমসাধনারই ইঙ্গিত বহন করে। 'ভাবিত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ 'বাসিত'। রাধার ভাবের আনুগত্যময়ী প্রেমসাধনায় রাধার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মানস সান্নিধ্যে গৌরচন্দ্র রাধার ভাবসুরভিতে সুরভিত, ভাবরসে রসায়িত হয়েছিলেন। এ অবস্থা মনোবিজ্ঞানসম্মত।

গৌরচন্দ্রের প্রেমবৈচিত্র্যের যাঁরা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তাঁদের অনেকে— মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব-মাধব-গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তাঁর ভাববিলাসের প্রতিটি রূপ তুলিকায় অঙ্কিত করেছেন। ঐ চিত্ররাজিকে আশ্রয় পরে পরবর্তীকালে বহু মহাজন অজস্র পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। উভয় ভাবেই গৌরপদ রচিত হয়েছে। তবু ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব উজ্জ্বলরস রূপে বৈকুণ্ঠের 'শ্রী' বা লক্ষ্মীকে বৃন্দাবনের রাধারূপে সমর্পণের উদ্দেশ্যেই তাঁর আবির্ভাব বলে তাঁর মধ্যে রাধাভাবই অধিকতর স্ফূর্তিলাভ করেছে। এইভাবে কৃষ্ণ তাঁর কান্ত।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের অবতরণিকা রূপে গৌরচন্দ্রিকার পদ কীর্তনের আসরে প্রথমেই গীত হয়। মর্মজ্ঞ শ্রোতা এই গৌরচন্দ্রিকা শোনামাত্র বুঝতে পারেন বৃন্দাবনলীলার কোন পর্যায়টি বর্তমান আসরের বিষয়বস্তু।

"আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।
পুন পুন গতাগতি কর ঘর পন্থ।
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত।।"[২]

এই গৌরচন্দ্রিকায় শ্রোতার মানস নয়নে যে চিত্রখানি ফুটে ওঠে তা পূর্বরাগে ভাবান্তরিতা রাধার চিন্তা-ঔৎসুক্য-উদ্বেগের চিত্র। রাধার পূর্বরাগের ব্যঞ্জনাময়ী এই 'আখর' দিতে দিতে কীর্তনীয়া অবলীলাক্রমে প্রবেশ করে বৃন্দবনলীলায় :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।।[৩]

মাথুরের গৌরচন্দ্রিকা। এখানে গোরা শুদ্ধ কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ নন। বরং ব্রজগোপীর ভূমিকায় 'নদীয়া নাগরী'। 'আখর' দিতে দিতে কীর্তনীয়া আরম্ভ করেন—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কোহরি নেল।।[৪]

রস এখানে বিপ্রলম্ভ শৃংগার। নায়ক গৌরকৃষ্ণ; কিন্তু নায়িকা 'নদীয়া নাগরী'। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সকল গৌরপদই গৌরচন্দ্রিকা নয়।

কৃষ্ণভাব নিয়ে রচিত গৌরপদও বহু সংখ্যক। এদের মধ্যে অনেকগুলি গৌরচন্দ্রিকারূপে গীত হয়। মাথুর বা বিরহের গৌরচন্দ্রিকার মহাপ্রভুর মুখ্যত রাধাভাব। কিন্তু গৌণভাবে কৃষ্ণভাবও ক্ষেত্রবিশেষে আরোপিত হয়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদগণের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষের—

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।

বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও।।[৫]

—পদখানিতে সন্ন্যাস নিয়ে 'গোরাচান্দে'র নদীয়া-ত্যাগে নদীয়াবাসীর বেদনা কৃষ্ণের বৃন্দাবন-ত্যাগে ব্রজবাসীর বেদনার অনুরূপ। লক্ষণীয় যে, এই গৌরচন্দ্রিকাতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার নেই।

উপসংহার:

কৃষ্ণলীলা কীর্তনের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা অবতারণার একটি তাৎপর্য— এর সঙ্গে সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল তৈরি হয় এবং শ্রোতার মানসভূমিও উপযুক্ত রস গ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলায় চমৎকারিত্ব যেভাবে আস্বাদন করেছিলেন এমন আর কেউ করেননি। বস্তুত সেই নিখিল রসমাধুরী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ রসমাধুর্য নিজেই আস্বাদন করেছিলেন। সুতরাং তাঁরাই অনুগত হয়ে রসাস্বাদন করবার যে প্রতিজ্ঞা গায়ক ও ভক্তগণ করেন, তা তত্ত্বের দিক দিয়ে ও রসের দিক দিয়ে সর্বদা যোগ্য বলে মনে হয়।

কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে চৈতন্যদেবকে স্মরণ করা বৈষ্ণবভক্তগণ অত্যন্ত পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁরই পবিত্র নাম স্মরণ করলে ও দিব্যলীলা বিষয়ক গান শুনলে হৃদয় স্বভাবতই নির্মল হয়। এর অপরূপ সুর মূর্ছনা শ্রোতাকে লৌকিক জগত হতে অলৌকিক জগতে নিয়ে যায়। এইজন্য গৌরচন্দ্রিকা গান করা পালাগানের পূর্বে অপরিহার্য।

গৌরচন্দ্রিকা নামকরণ থেকে একটি সহজ সত্য চিনে নেওয়া যায়। গৌরাঙ্গদেব পরবর্তী জীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্যদেব রূপেই পরিচিত ছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলোও চৈতন্য-নামাঙ্কিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গৌরচন্দ্রিকা চৈতন্যচন্দ্রিকারূপে আখ্যায়িত হল না, তার একমাত্র কারণ এই যে, গৌরলীলার কাহিনি প্রধানত তাঁর সন্ন্যাস-পূর্ব জীবন অর্থাৎ গৌরাঙ্গজীবনকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠছে। অতএব স্মরণ রাখা দরকার, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়েই তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছিলেন সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়নি। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরাঙ্গদেব প্রথম জীবনেই রাধাভাবে বিভোর হয়ে কৃষ্ণপ্রেম কামনা করেছিলেন এবং এই সময়েই তাঁর মধ্যে রাধাভাবের অনুরূপ পূর্বরাগ-অভিসারাদি বিভিন্ন ভাবপর্যায় লক্ষিত হয়েছিল।

তথ্যসূচি:

1. https://scsmathinternational.com

২. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), পৃ. ৫-৬

৩. তদেব, পৃ. ৩০

৪. তদেব, পৃ. ৮৯

৫. তদেব, পৃ. ৮

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়. অধ্যাপক সুকুমার (সম্পা.): বৈষ্ণব পদাবলী, পুর্ণমুদ্রণ ২০০৯-২০১০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩

২. মিত্র. অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্র নাথ ও অন্যান্য (সম্পা.): বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), একাদশ সংস্করণ, ১৯৮৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ৭০০০৭৩

৩. সেন. সুকুমার (সংকলিত): বৈষ্ণব পদাবলী, নবম সংস্করণ ২০১০, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা- ৭০০০২৫

E Source:

1. https://scsmathinternational.com

Citation: সাহা. ড. জ., (2025) "বৈষ্ণব পদাবলির গৌরচন্দ্রিকা : একটি অধ্যয়ন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.